যুগান্তর

তারিখ - 7 JUL 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

স্কুল পেরিয়ে কলেজে

সোলায়মান মোহাম্মদ

১০ বছরের স্কুলজীবন শেষ করার পর কলেজের প্রথমদিন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। এসএসসির ফলের পর থেকেই একরকম উত্তেজনা কাজ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। কোন কলেজে ভর্তি হবে, কোন কলেজের পরিবেশ কেমন, স্যারেরা কেমন, কেমন ক্লাস নেন— এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজে সদ্য পাস করা এসএসসি ও সমমানের শিক্ষার্থীরা।

অবশ্য এখন কলেজে ভর্তির নিয়ম আমাদের সময় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনলাইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড নম্বরভিত্তিক আবেদন করতে হয়। একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে আবেদন করতে পারে। শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের মেধা স্কোর অনুযায়ী তাদের ভর্তির নির্দেশনা দিয়ে থাকে। নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। বোর্ড থেকে এসএমএসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেয়া হয় সে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায় সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তি সুনিশ্চিত করতে হয়।

ভর্তির পর থেকেই শিক্ষার্থীরা একরকম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সময় পার করে— কখন শুরু হবে তাদের ক্লাস। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে অস্থির হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা। নতুন সহপাঠী, নতুন শিক্ষক এবং নতুন পরিবেশে বেশ লাজুক লাজুক ভাব থাকে বেশ কয়েক সপ্তাহ।

১ জুলাই সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শ্রেণী পাঠদান। নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে তাদের নতুন শিক্ষাজীবনের পথ চলা। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর সারা দেশে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট ১৭ লাখ ৮১ হাজার ৯৬২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। এ বছর পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। যাদের সবাই দেশের কোনো না কোনো কলেজে ভর্তি হয়েছে শিক্ষাজীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করার জন্য।

নবীনবরণের দিন সাধারণত কলেজ হলরুম সাজানো-গোছানো থাকে। চারদিকে বেলুনের সাজ সাজ রব, রজনীগন্ধা আর গোলাপের গন্ধে মিষ্টিমধুর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়া হয়। বরণ শেষে শুরু হয় ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ২ বছরের পাঠ পরিকল্পনা। শিক্ষাজীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় হল এই দু'বছরের শিক্ষাজীবন। একজন শিক্ষার্থী তার পরবর্তী জীবনে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার পুরোটাই নির্ভর করে এই দু'বছরের লেখাপড়ার ওপর।

শিক্ষার্থীদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে, বিগত ১০ বছর তারা যেমনটি পড়েছে, এইচএসসি লেভেল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পর্যায়। প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই বুঝে বাড়ি ফিরতে হবে। হাইস্কুল জীবনে হয়তো বা শিক্ষকরা একটি অধ্যায় বারবার বুঝিয়ে থাকতে পারে; কিন্তু কলেজে পর্যায়ে তা নাও হতে পারে। কোনো বিষয় না বুঝে থাকলে বারবার প্রশ্নের মাধ্যমে তা জেনে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, স্যারেরা সব সময়ই ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে প্রস্তুত থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা যতটুকু নিতে পারে, স্যারেরা ততটুকুই দিতে সদাপ্রস্তুত থাকেন।

নবীনরাই আগামীর বাংলাদেশ গড়বে। সুতরাং তাদের সেভাবেই দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু ভালো ফলের দিকে ঝুঁকে পড়লে চলবে না। শিক্ষার্থীরা যাতে আদর্শবান, সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সোলায়মান মোহাম্মদ : *শিক্ষক, শ্রীপুর, গাজীপুর*